OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 513
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 508 - 513
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সমর দেবের ‘লোহিতপারের উপকথা’ প্রসঙ্গ : আধিপত্যবাদ ও অস্তিত্বের সংকট

দীপ্তি সাহা
অতিথি অধ্যাপক
প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি
Email ID : dipti.saha00@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
struggle, supremacy, settlement, migrate, refugee, exploit, Bangladeshi.

Abstract
A custom has become very influential in human society over a long period of time. The rule is encroachment by force. The struggle for supremacy begins from here. According to this rule the powerful people inflict in human torture on common people. The writer Samar deb has written the novel about the chaotic life story of the Working-class people and their efforts to overcome it. Depicting the plight of the very common people sheltered by the suddenly rising the bed of rivers, their regular struggle in flood prone areas and struggle of supremacy with the indigenous people over the settlement of low caste destitute people who migrated to the riparian areas, being a minority in a different environment, they have to face various deceptions and neglect due to lack of proper identity cards. Attempts to classify the Bengalis of Assam as Bangladeshis, the ups and downs of their lives, their refugee problems are the main subjects of this novels. Due to the lack of fixed place for settlement, river grazing has finally become the only hope of these exploited people. The fate of homeless people has been shrouded in impenetrable darkness due to over-activity of powerful rich people. The struggling and sensitive life stories of the oppressed people are highlighted in this article.

Discussion

বহু ইতিহাস বহু জীবন কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ব্রাহ্মপুত্র নদী তীরবর্তী গুয়াহাটি শহর। ব্রাহ্মপুত্রেরই আরেক নাম লোহিত। পুরো অসম জুড়ে এই নদী বিস্তৃত এবং তারই পার ঘিরে গড়ে উঠেছিল নানা জীবন। মায়ের আঁচলের ন্যায় সভ্যতাকে যুগ যুগ ধরে এই নদী লালন করে চলছে, অথচ এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে পাপ, অকর্তব্য।

> “যা কিছু গর্হিত তার প্রতি মানুষের অমোঘ আকর্ষণ। এই আকর্ষণ থেকে জন্মাচ্ছে লোভ। লোভ থেকেই কাম ক্রোধ মোহ মাৎসর্য। নাহলে জন্মদাত্রী, স্তন্য দায়িনীকে কেউ হত্যা করতে পারে? পাপ, ঘৃণ্য পাপ। যা করা অনুচিত, সে কাজই পাপ।”[১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 513
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই পাপের ফলস্বরূপ দেখা যায় কিছু অমানবিকতার রূপ। এর পরই সৃষ্টি হয় সাধারন কিছু মানুষের অস্তিত্বের লড়াই, প্রতিমুহূর্তে সংগ্রাম করার পালা। উল্লেখিত উপন্যাসটিতে গুয়াহাটি শহরের পাণ্ডু অঞ্চল এলাকার এক বস্তির কিছু সাধারণ মানুষের নানান সমস্যা তাদের জীবনকাহিনীর দ্বারা পরিবেশিত হয়েছে। এই বস্তির মানুষগুলোর জীবনকথা বলতে গিয়ে এখানে দেখা যাচ্ছে সেই সমাজে প্রচলিত সুবিধাবাদী লোকেদের রাজনীতি, অর্থের লোভে এবং ক্ষমতার ভয়ে অন্ধ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, নিম্নবর্গের মানুষগুলোর উপর অমানবিক অত্যাচার, প্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্যে তাদের বেঁচে থাকার লড়াই, তাদের অবৈধ সম্পর্ক উঠে এসেছে। খুব সাধারন মানুষগুলোকে কেন্দ্র করে তাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলো প্রতিমুহূর্তে কীভাবে সংগ্রামমুখর হয়ে উঠেছে সেটাই এই নিবন্ধের প্রধান বিষয়।

আলোচ্য উপন্যাসের প্রায় সকলেই নিম্নবিত্তের মানুষ। সুবল পরেশ ঠিকাদারের কাছে কিছুদিন মিস্ত্রিগিরি করে, কোনো স্থায়ী কাজ তাদের নেই। সাধু, ধীরু, শনিয়া, রমেশ, গোপাল, দিলিপ রিকশা চালায়, মদনা চোলাই মদ ও চাট বিক্রি করে, চায়নার বাবা সব্জি বিক্রেতা, ইসমাইলের সিকিউরিটির কাজ করে। পরিবারের দুর্দশার জন্য সুবলের বউ ঠোঙ্গা বানায়, খুব কষ্টে তাদের দিন চলে। তাদের জীবিকার একরকম ব্যবস্থা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু থাকার জায়গার অভাব। বিশাল ধরিত্রীর বুকে তাদের এক কোনা জায়গা নেই। দেশ থেকে দেশান্তর হয়েও যে জায়গাটুকু নিয়ে তারা বেঁচে থাকতে চেয়েছিল, সেই জায়গাটুকুতে সুবিধাবাদী লোকদের। এখান থেকেই শুরু হয় তাদের সংঘর্ষ। ফলে তাদের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাদের নির্দিষ্ট কোনো কাজের ঠিকানা নেই, খেটেখুটে কোনোরকম যা রোজগার হয় তার থেকে মালিককে কিস্তির অংশ দিতে হয়। সারাদিনের ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের বিনিময়ে সঠিক পারিশ্রমিক পায় না। সুবিধাবাদী লোকগুলো তাদের স্বার্থে গরীব মানুষগুলোর সুযোগ নিতে চেষ্টা করে। পেটের দায়ে সমাজের ঘৃণ্যতম কাজগুলো করতে তারা বাধ্য হয়। এত কিছু সহ্য করার পর যখন উদ্বাস্তুর মত উটকো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তখন তাদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। এদের দৈনন্দিন জীবনকাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার মতো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। বাংলাদেশ বিভাজনের আগে এবং পরে যারা অসমে প্রবেশ করেছে তাদের অনিশ্চয়তাপূর্ণ জীবনকাহিনী নিয়ে একটা সংকট উৎপন্ন হয়েছে,

> "কনে যামু, আমাগো তো যাওনের জায়গা নাই।"[২]

তাদের হাহাকার, আস্থাহীনতা এই কথাটির মধ্যে বোঝা যায়। এই মানুষগুলোর আগে অনেক জমিজমা ছিল, গরু বলদ, চাষের জমি ছিল কিন্তু কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আবার কখনো পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তাদের সেইসব ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য করে। সব জায়গায় জমি নিয়ে কাড়াকাড়ি। উপন্যাসের সবচেয়ে বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চরিত্র পরান বলে –

> "দ্যাশের বাড়িতেও কামড়াকামড়ি আছিল। সাতচল্লিশের কামড়াকামড়ি শুধু না। তারও আগে, অনেক আগেও ছিল জমি নিয়া কাড়াকাড়ি। তাই ইতিউতি জমির খোঁজে ছড়িয়ে পড়া। আসাম দ্যাশে জমিই জমিই।"[৩]

এই ভেবে তারা আসামের দিকে চলে আসে। কিন্তু আসামে এসেও যে তাদের জমি নিয়ে মারামারি, বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ ইত্যাদি হবে তা তারা ভাবতেও পারেনি। অসমের সঙ্গেই যেহেতু বাংলাদেশ ভৌগলিক ভাবে যুক্ত ছিল তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় বসতি স্থাপন করেছে।

> "ব্রিটিশের শাসন কালেই যে রাজনৈতিক মানচিত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল (১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ), সেই 'অসম প্রদেশ'-এ শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা অঙ্গীভূত ছিল।"[৪]

এছাড়া চাষ আবাদের জন্য, আহোম রাজাদের কর্মচারি নিয়োগে বরাক ও ব্রাহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা ভাষাভাষীদের প্রবজন করা হয়েছিল। প্রকৃত অর্থে তারা যে এই দেশেরই মানুষ, পরে দেশ বিভাগ হয়। দেশের মানুষ একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতেই পারে কিন্তু এই বিভাজনের সুযোগ নিয়ে এই উপন্যাসে উল্লেখিত পরেশের মত কিছু ক্ষমতাশালী মানুষ রাজনীতিকে হাতিয়ার বানিয়ে নিজেদের মুনাফা লুটে নেওয়ার কথা ভাবে। সে তার ঠিকাদারি ব্যবসায় প্রচুর টাকা অর্জনের স্বার্থে বস্তির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 513
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লোকদের সরিয়ে সেখানে ফ্ল্যাট বানিয়ে বিক্রি করতে চায়। টাকার লোভের বশবর্তী হয়ে সে বস্তির লোকেদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালায়।

বহুদিন পুরনো এই ঘটনার রেশ আজকের যুগে দাঁড়িয়ে মানুষকে প্রমান দিতে হচ্ছে তারা আদৌ বাংলাদেশি না ভারতীয়। বস্তির অনেকেই ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের অনেক আগেই এসেছিল। তাদের বাপ ঠাকুরদার দলিলও আছে, যখন এসেছিল তখন তো দেশ একটাই ছিল।

> "থলুয়া মানুহর মাটি বাড়ি কাড়ি লইছে ধনী মানুহ।"[৫]

প্রথমে বাংলাদেশি বলে বস্তির লোকেদের উচ্ছেদের চেষ্টা করে, তাতে সে সঠিকভাবে সফলতা পায়না। এরপর বস্তিতে আগুন লাগিয়ে বস্তির মানুষদের উচ্ছেদ করার কথা ভাবে। দেশভাগের আগে যারা আসছে তারা নাহয় একি দেশের বলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এসেছে। কিন্তু যারা দেশভাগের পরে এসেছে, তারা বহু বৎসর দেশে থাকার পরও সঠিকভাবে নাগরিকত্ব পায়নি, বা তারা এই ভাগাভাগির বিষয়টাকে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বিচার করতে যায়নি। যে যখন যেখানে খুশি হয়েছে, সুযোগ সুবিধা হয়েছে থেকেছে। প্রকৃত প্রমান পত্র লাগবে বলে সেইভাবে জোড় দিয়ে ভাবেনি তাই উপন্যাসের এক চরিত্র ধিরুর উক্তির মাধ্যমে তা স্পষ্ট বোঝা যায় সে বলে –

> "আমার বাবা দ্যাশ ভাগ হওনের পর আইছিল। অন্তত পঞ্চাশ পাঁচপান্ন বছর হইব। আমাগো জন্ম তো এই দ্যাশেই। বরপেটায় আসিলাম, নওগাঁয়ে আসিলাম। বানে সব ভাইস্যা গেল গতিকেই না আমাগো ব্যাকটিরে লইয়া বাবা এইহানে আইসে। তাও ধরো গিয়া বিশ বচ্ছর হইব। কী অশান্তি কও দেখি।"[৬]

একদিকে প্রকৃতি অন্যদিকে ধনী সম্প্রদায়ের মানুষ গরীবদের উপর অত্যাচার করে চলছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে তারা এখানে এসেছিল, কিন্তু এখানে এসেও তারা শান্তি পেল না। কিছু ক্ষমতালোভী দুষ্ট মানুষ তাদের বাংলাদেশি বলে মিথ্যা আরোপ চাপিয়ে দিল এবং এই অস্ত্রটাকেই তারা প্রয়োগ করে সমস্ত দেশি বিদেশি নির্বিশেষে সকল সাধারণের উপর অত্যাচার চালাতে লাগল।

একদিকে ক্ষমতালোভী লোকেদের উৎপাতে এই রকম উদ্বাস্তু সমস্যা, অন্যদিকে অসমে এসে যারা নিশ্চিন্তে থাকতে চেয়েছিল তাদের কাছে দেখা দিল নতুন এক সংকট। অসমে একসময় অসমীয়া ভাষা রক্ষার স্বার্থে ও ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের জন্য উচ্চবর্ণের অসমীয়া সমাজ অন্য সব ভাষাকে পেছনে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। গণআন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থেই প্রথমে বাংলাভাষী পরে বাংলাদেশি বিতাড়নের ঝোঁক তুলেছিল। তাছাড়া ১৯২১ সালে লাইন সিস্টেম চালু হওয়ায় এই আন্দোলনের একটা আইনসম্মত কারন ছিল। কিন্তু এতবছর পর যে কারনে বস্তির লোকজনদের তাড়িয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হলো তা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি। অনেকে অবশ্য চর এলাকা থেকে এসেছে, তাদের জমির দলিল নেই, চরের জমির দলিল থাকার কথাও না, চর কখনো জেগে উঠে, আবার জল বাড়লে ভেসে যায়। অনেকের অবশ্য রেশন কার্ড, বিলো পোভারটি লাইন কার্ড আছে, তবে তাদের খুব জোড়াল প্রমাণ নেই। রাজনৈতিক দলগুলো ঠিক এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েছে।

> "...বছরের পর বছর ধরে অবৈধ বিদেশি প্রব্রজনের ধুয়ো তুলে ফয়দা লুটছে কিছু রাজনৈতিক দল, কিছু ক্ষমতাবান আর ক্ষমতালোভী মানুষ।"[৭]

পদে পদে তাদের অপমান অসম্মান করা হচ্ছে বাংলাদেশি বলে। ভিন্ন পরিবেশে সংখ্যা লঘু হওয়ায় তাদের এমনিতেই জনবল কম, তার মধ্যে সঠিক পরিচয়পত্রের অভাবে তারা সব দিক থেকে প্রতারিত হয়েছে। দেশান্তর হওয়ায় নিম্নবর্গীয় এই নিঃস্ব মানুষগুলোর বসতি নিয়ে, তাদের অস্তিত্ব নিয়ে সর্বদা প্রশ্ন উঠছে। আধিপত্যবাদে তারা চাপা পড়ে যাচ্ছে। প্রাপ্য পাওনাটুকু তাদের জোটে না। ছয় টাকার রিকশা ভারার জায়গা এক টাকা ভারা দিয়ে ধনীরা গরিবদের ঠকায়, প্রতিবাদ করলে বলে –

> "অই বাংলাদেশি। ক্যালা, দাঁত ভাঙি দিম। ললে লবি, নহলে এটা পয়সাও নিদিও।"[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 513
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অসমের অসমীয়াই শুধু নয়, ধনী শ্রেনির বাঙালিও একইরকম ভাবে ব্যবহার করে বলে –

> "দিমু না। কী করবি শালা? ঘর জ্বালায়া দেব। ক্যালা, বাংলাদেশির পুত। বেশি বাইরা গেছস। শুয়োর।"[৯]

ধিরু ভাবে কেন সবাই তাদের বাংলাদেশি বলে আখ্যা দেয়। আসলে আদিবসতি অসমীয়ারা ভেবেছে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা তাদের আধিপত্য অসমেও বিস্তার করতে চলেছে। ফলে তারা বাঙালি বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে। সেসময় শোনা যায় আইএমডিটি উঠে যাবে, পাণ্ডুর ঘরে ঘরে বিদেশি নোটিস দেওয়া হচ্ছে, এটা উঠে গেলে তাদের দলকে বর্ডারে ছেড়ে দেওয়া হবে, নলবাড়িতে ট্রাইবুনালে হাজির হয়ে প্রমাণ দিতে হবে। অস্তিত্বের এই সংকট তাদের একেবারে ভেতর থেকে ভেঙে দিয়েছে। পরচয়হীন হয়ে বেঁচে থাকার এই পরিণতি যে তাদের পক্ষে কতটা কষ্টকর শুধু তারাই বোঝে। প্রতিনিয়ত তাদের মধ্যে নিজেদের বাড়িঘর হারানোর একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। দেশভাগের ফল যে মানুষের কতটা সর্বনাশ করেছে তা ভাবা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে ও বরাক উপত্যকায় যারা চলে গেছে, তাদের একরকম ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু ব্রাহ্মপুত্র উপত্যকার মানুষের দুর্গতির শেষ নেই।

এই অমানবিক অত্যাচারই শুধু নয়, অস্তিত্বের সংকট ও আধিপত্যবাদ তাদের ব্যক্তিগত জীবনগুলোকেও বহুভাবে প্রভাবিত করে। আলোচ্য উপন্যাসে এরকম বহু চরিত্র রয়েছে যারা প্রতিনিয়ত নিজেদের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। খুব সাধারন মানুষ যারা পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে নিজেদের কোনোরকম আয় - উন্নতি করতে পারছে না তারা একদিকে দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করছে অন্যদিকে নিজেদের জীবনকে সুরক্ষিত করার জন্য নীতিগত দিক সব ভুলে বৈধ অবৈধ নির্বিশেষে সম্পর্ক গড়ে এগিয়ে চলছে। অভাব, দারিদ্র্যতা যে কত বড় অভিশাপ তা উপন্যাসে উল্লেখিত চায়নার জীবন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। শুধুমাত্র দুশো টাকার জন্য চায়নার স্বামী কিপা তাকে এক পাঞ্জাবি ড্রাইভারের কাছে বিক্রি করে দেয়। তখন সে গর্ভবতী থাকায় সে তাকে আর ভোগ করার সুযোগ পায় না। দুটো বাচ্চার কথা ভেবে এক স্কুলমাস্টার শইকিয়ার বড় ছেলের সঙ্গে চায়না শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এরপর যখন তার ছোট ছেলেটা হয় তখন লোকটা বিয়ে করে নেয় অন্য মেয়েকে, কিছুদিন তাদের সম্পর্ক বজায় থাকলেও বেশি দিন আর সম্ভব হয় না। তবুও লোকটা নিজের মাকে বলে ঘরের কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল, মাঝে মধ্যে দশ বিশ টাকাও দিত, কিন্তু এভাবে আর কতদিন। এভাবে চারটি পেট পালা তার সম্ভব ছিল না বলে চায়না তার তিন সন্তানসহ বাপের বাড়িতে চলে আসে। অল্পবয়সী একটা মেয়ে যার বান্ধবীরা হয়তো এখনও উচু ক্লাসে পড়ছে, আর সে পরিস্থিতির শিকারে প্রথমে ভিখিরি ও পরে বেশ্যাতে পরিণত হয়েছে। তার মা পুঁটি এমনি নিজের অভাবের সংসার নিয়ে জর্জরিত, তার মধ্যে আরও চারটি পেট এসে জুটেছে, নিজের জন্য রাখা বাসি ভাত চায়নার ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে লঙ্কা দিয়ে মেখে দিয়ে দেয়, তারা তাই খুব তৃপ্তি সহকারে খায়। চায়না এই অভাবের জন্য সরষের মিলে কাজ করে, সরষের দাম বেড়ে যাওয়ায় মিলের ম্যানেজার অনেককে ছাটাই করে দিতে চায়। চায়না তিন সন্তানের দোহাই দিয়ে কাজটা বজায় রাখতে চাইলে ম্যানেজার এর পরিবর্তে তার শরীর ভোগ করতে চায়। তাকে কাজে বহাল রাখার আস্থা দিলেও শেষে ভোগ করে তাকেও কাজের থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়। চায়নার নিজের শরীর বিক্রি করে পেটের দায়ে, বেঁচে থাকার তাগিদে ও টাকার প্রয়োজনে। চায়নার সঙ্গে মিলে কাজ করে হিদয়ের মা, সে প্রায়ই বলে –

> "প্যাটের লাইগ্যাই তো। ভগবানে প্যাট দিছে গতিকে ক্ষুদা। প্যাট দিছে গতিকেই পয়দা।"[১০]

পেটের দায়ে মানুষ চরম নিকৃষ্ট কাজ করতেও বিরত হয়না। সমস্ত অন্যায়, অবিচার গালিগালাচ সব মেনে নিতে হয়। রমেন যখন নিজের সম্পর্কে মহেশের কাছে বেজন্মা গালি শুনে মদনের দোকানে এসে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কথা বলে তখন মদন নিজের মদের ব্যবসার খাতিরে সবটা মানিয়ে নিয়ে বলে -

> "'বুঝলা না, ব্যবসা করা আর ব্যাশ্যা হয়া একই। সগগলেই আমার খরিদ্দার। কেউ আমার পর না। তার রাগ করলে চলে না। পেটের দায় গো।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 513
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ধিরুকে রিকশা ভারা কম দেওয়ায় পুলিশের উপস্থিতিতে যে ঝামেলার সৃষ্টি হয় তখন লোকটি নানারকম বাজে গালিগালাচ করে ছয় টাকার পরিবর্তে পাঁচ টাকা দিয়ে চলে যায়। অনেক সময় এরকম গালিগালাচ খেয়েও সব হজম করতে হয়। ধিরু নিজেকে সান্তনা দিয়ে বলে –

> "গরীব মানুষ। 'আমগো উপায় কী? পরিস্থিতি না বুঝে মুখ খুললে বিপদেও পড়তে হয়। কিল চরও জোটে।' আর তখনই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে – 'আর চালাইমু না রিকশা। সব শালা খানকির বাচ্চা।'"[১২]

শুধু এই পর্যন্তই, পরদিন সকালেই সে আবার রিকশা নিয়ে বেড়িয়ে পরে কারন মালিককে কিস্তির বিশ টাকা রোজ দিতে হয়। আর এই অসহায়তার সুযোগ নেয় পরেশের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন স্বার্থপর ধনী মানুষ। শনিয়ার মত বস্তির এক নিরীহ ছেলেকে চুরির অপবাদে পুলিশকে দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধম মার দেওয়ায়। এই অমানবিক প্রহারের ফলে ছেলেটি পরে মারা যায়। বস্তির লোক আপসোস করে বলে –

> "হ্যায় মইরা বাঁইচা গ্যাছে। আমাগো তো মরণ নাই। মাইনষের লাথি ঝ্যাঁটা খাইয়া বাঁইচা রইছি।"[১৩]

বস্তির সকলের মধ্যে একটা ভীতি সৃষ্টি হয়েছে যে প্রথমে শনিয়াকে পরিকল্পনা করে মারা হয়েছে, এরপর হয়তো অন্য কাউকে মারবে, নয়ত বাংলাদেশি বলে ধরে নিয়ে যাবে, আর এখন শোনা যাচ্ছে বস্তিতে আগুন লাগিয়ে তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হবে। প্রতিমুহূর্তে তাদের হাজার সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। হরেন মাস্টার তাদের সচেতন করে দেয়, তারাও এখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। অসমীয়া রিকশাওয়ালা দিলীপ হরেনকে সাবধান করে বলে –

> "মাস্টার চাবো দেই, আপোনার বিপদ হবো পারে, মোরও।"[১৪]

থলুয়া মানুষ হয়েও সে কিন্তু তার সমপর্যায়ের মানুষের ভালো চায়। পরানের ছেলে সুবল মাফিয়া পরেশের নির্দেশ অনুযায়ী রাত্রে বস্তিতে আগুন লাগানোর পরিকল্পনা করে। সুবল নিজেও এই বস্তির লোক হয়ে পরেশের নির্দেশ মানতে বাধ্য হয় কারন তা নাহলে তার রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু শেষে সেও পরেশের কাজ প্রত্যাখ্যান করে। সে বুঝতে পারে বস্তির মানুষগুলো তার নিজের মানুষ, তাদের সঙ্গে সে বেইমানি করতে পারেনা। বস্তির ঘোর শত্রুর দয়ায় বেঁচে থাকার গ্লানিবোধ তাকে খারাপ কাজের সঙ্গী হতে বাধা দেয়।

> "অনেক ভাবছি। বস্তির সগ্গলের লগেই থাকুম। কাম কইরাই তো খাওন লাগব, কাম কইরাই খামু। হেই খানকির পুতের কাম করুম না।"[১৫]

যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে একসময় তারা ফিরে দাঁড়ায়, প্রতিবাদী সুর তাদের মধ্যে জেগে ওঠে। এত সংঘর্ষের পরও এই মানুষগুলো উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে গেছে। প্রতিপদে অপমানিত, লাঞ্ছিত, প্রতারিত হয়েও নতুন ভাবে বেঁচে থাকার আশা করেছে। এক সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় প্রাণের বীজ বপন করে গেছে। সুখে থাকার তাগিদ তাদের বৈধ অবৈধ নির্বিশেষে সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার রসদ যুগিয়েছে, লড়াই করার শক্তি দিয়েছে। ধিরুর বউ শ্যাফালিরমা হওয়ার সাধ ধীরু পূর্ণ করতে না পারায় সে ইসমাইলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হয়। এরপর সে জীবনকে নতুন রূপে দেখতে চায়, যেখানে কারও আধিপত্যের বিস্তার থাকবে না, যেখানে তারা স্বাধীন ও মুক্তভাবে থাকতে পারবে, যেখানে তাদের অস্তিত্বকে বিরাট ভাবে মান্যতা দেওয়া হবে সেই আশার বাঁধ তৈরি করে সে ইসমাইলের সঙ্গে সদ্য জাগরিত নদীর চরে গিয়ে নিজেদের রাজত্ব বিস্তার করে। এই আধিপত্যবাদের আশায় শ্যফালি একদিকে জীবনের নতুন পথের আশ্রয় নেয়। ইসমাইল ও আরেকভাবে নিজের অস্তিত্বকে প্রমান করতে চায়। অর্থসম্পন্ন মানুষের দ্বারা প্রতারিত হয়ে অসফল ছেলে হিসেবে নিজের বাড়ি থেকে বিতারিত হয়ে এবার সে নিজের রাজত্ব গড়ে তুলতে চেষ্টা চালায়। আধিপত্যবাদের নেশা মানুষকে কীভাবে আমূল পরিবর্তন করে দেয় তা ইসমাইলকে দেখলে বোঝা যায়।

এই আশা এক নেশার মতো কাজ করে যার ফলে বস্তির অনেকে এর কবলে পড়ে। মদন তার একমাত্র মেয়ে টিকুর মৃত্যুর পর আবার নতুন উদ্দীপনা নিয়ে তার স্ত্রী জবার শরীরে প্রাণের বীজ বপন করে। চায়নাও সর্দারের খুনী দাস

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 513
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সরকারের সঙ্গে পুনরায় নতুন করে বাঁচার চেষ্টা চালায়। বস্তির মানুষের কষ্টে একসময় ভেঙ্গে পরা হরেন মাস্টার সঙ্গীতার দেহের উষ্ণতায় আবার সতেজ হয়। এরা প্রত্যেকে নিজেদের অস্তিত্বকে এক স্বাভাবিকরূপ দেওয়ার জন্য কেউ সমাজের সঙ্গে, কেউ নিজ বিবেকের সঙ্গে সংগ্রাম করে। পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রতিনিয়ত লড়াই করে।

প্রতিদিনের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে এদের মধ্যে কয়েকজন অন্য ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। বস্তির এই হাহাকার, জীবনের এই অনিশ্চয়তা আর মেনে নেওয়া যায়না। ইসমাইল হয়ে উঠে এই ভিন্ন পথের কাণ্ডারি। ব্রহ্মপুত্রে জেগে ওঠা চরে সে বসতি স্থাপন করতে চায়। সেখানে বিশাল ভূখণ্ড মাইল মাইল তার বিস্তার। চারপাশে উত্তাল জলের সর্বনাশী স্রোত আর মাঝখানে চাষবাস, হাটবাজার, মানুষজন, গরুছাগল, হাঁসমুরগী নিয়ে বসবাস হয়তো মদনের কাছে অবিশ্বাস্য ছিল কিন্তু ইসমাইলের বিশ্বাস পোড়ো জমিতে চাষবাস করে বসবাসের যোগ্য করে তোলা সম্ভব। মদন তাই পরের দিকে ইসমাইলের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে চরে চলে যেতে রাজি হয়ে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসের পরিণতির সঙ্গে এই উপন্যাসের পরিণতির অনেকটা মিল পাওয়া যায়। সব বাঁধা বন্ধন থেকে মুক্তি নিয়ে সমাজবর্জিত মানুষগুলো নতুন আশায় ঘর বাধতে চায়। তারা জানে হয়তো যেকোনো মুহূর্তে তাদের চরের বসতি নদীর নীচে চলে যেতে পারে। প্রায়ই বস্তির কিছু ঘরের একেবারে দোরগোড়ায় জল এসে উপস্থিত হয়। সুবলের বাড়ি থেকে নদীর দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ গজ হবে। এখানেও হয়তো তাদের নানান সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে হতে পারে, তবে আধিপত্যের প্রকোপ থেকে তারা বেঁচে যাবে। স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারবে। জলে তাদের ঘর ভেসে গেলেও তাদের আপত্তি নেই তথাপি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে নিজেদের অস্তিত্ব খোয়াতে তারা রাজি নয়। এই সত্তা-সংকট তাদের অদম্য সাহসী করে গড়ে তুলেছে। এই সাহসে সাহসী হয়ে এক শুভ আকঙ্খায় জীবনের অনির্দিষ্ট যাত্রা পথে তারা এগিয়ে গেছে।

Reference:

১. দেব, সমর, ‘লোহিতপারের উপকথা’, প্রথম সংস্করণ ২০১০, ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি - ৫, পৃ. ২০
২. দেব, সমর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১
৩. ঐ, পৃ. ২১৫
৪. সেনগুপ্ত, ড. জ্যোতির্ময়, ‘আখ্যানের সন্ধানে ব্রাহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা উপন্যাস’, PRAG CONSILIENCE/ vol.4, no.1/ August 2019, পৃ. ১১৮
৫. দেব, সমর, ‘লোহিতপারের উপকথা’, প্রথম সংস্করণ ২০১০, ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি - ৫, পৃ. ৭৩
৬. ঐ, পৃ. ১৭
৭. ঐ, পৃ. ১৪২
৮. ঐ, পৃ. ১৮
৯. ঐ, পৃ. ১৯
১০. ঐ, পৃ. ১৩৫
১১. ঐ, পৃ. ১০৮
১২. ঐ, পৃ. ১৮
১৩. ঐ, পৃ. ১৫৬
১৪. ঐ, পৃ. ১৮৮
১৫. ঐ, পৃ. ২১৮